তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৮৬

**মৌলবাদের উত্থান, বৈষম্য এবং যুদ্ধ-সংঘাতে রবীন্দ্রনাথ**

**বর্তমান বিশ্বে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে**

 **-- অর্থ প্রতিমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল)ː

 অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের সাথে বাংলা ও বাঙালির যে সম্পর্ক তা প্রস্ফুটিত হয়েছে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। বিশ্বে এখন মৌলবাদের উত্থান, বোধের সংকীর্ণতা, শ্রেণি বৈষম্য এবং অহেতুক যুদ্ধ সংঘাত। এসবরের কারণেই রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বিশ্বে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাঁর শান্তির বাণী, উপলব্ধির কথা, তাঁর সাম্যের কথা আরো বেশি প্রণিধানযোগ্য।

 আজ চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বাংলাদেশ রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সংস্থা চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা আয়োজিত রবীন্দ্র সংগীত উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, যখন স্বৈরাচার থাকে, যখন গণতন্ত্র থাকে না, তখন সংস্কৃতি প্রতিবাদের অন্যতম হাতিয়ার। সেই প্রতিবাদে রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সংস্থার অনেকেই অংশগ্রহণ করেছে। যেখানে রাজনীতি চর্চার সুযোগ থাকে না, সেখানে সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিবাদ তুলে ধরা হয়েছে এবং সেটি বড় পরিসরে সকলের কাছে পৌঁছে যায়।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বৈশাখ মাসে আমাদের নববর্ষ। বাঙালি ঐতিহ্যের সরব উদযাপন। আমাদের সন্তানরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেন বিজাতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হবে। যেখানে আমাদের ঐতিহ্য, বাঙালির সংস্কৃতি উজ্জ্বল। আমাদের প্রতিটি কাজ ও আবেগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো না কোনো গান, কবিতা ও গল্প জড়িয়ে আছে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু কারাগারের রোজনামচা বইয়ে রবিঠাকুরের বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করলে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর সৃষ্টিকে চিরঅম্লান রাখার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

 বাংলাদেশ রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সংস্থাী সভাপতি সাজেদ আকবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ড. মকবুল হোসেন, চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি ড. আনোয়ারা আলম ও সাধারণ সম্পাদক লাকী দাশসহ বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীগণ।

#

আলমগীর/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/শামীম/২০২৪/২১৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২৮৫

**জাতীয় পতাকার নকশাকার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শিব নারায়ণ দাশের**

**মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল):

জাতীয় পতাকার নকশাকার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শিব নারায়ণ দাশের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

মন্ত্রী প্রয়াত শিব নারায়ণ দাশের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত পতাকা দিয়েই শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম, যার নকশাকার ছিলেন শিব নারায়ণ দাশ। তিনি তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন আদর্শবান দেশপ্রেমিককে হারাল।

#

এনায়েত/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৮৪

**জাতীয় পতাকার নকশাকার শিব নারায়ণ দাশের মৃত্যুতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) ː

 জাতীয় পতাকার নকশাকার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শিব নারায়ণ দাশের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

 মন্ত্রী প্রয়াত শিব নারায়ণ দাশের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 মন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত পতাকা দিয়েই শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম, যার নকশাকার ছিলেন শিব নারায়ণ দাশ। তিনি তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন আদর্শবান দেশপ্রেমিককে হারাল।

 উল্লেখ্য, শিব নারায়ণ দাশ আজ রাজধানীর একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

#

বিবেকানন্দ/সায়েম/রফিকুল/শামীম/২০২৪/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২৮৩

**মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ হাসিনা সব প্রতিবন্ধকতা উপড়ে**

**ফেলে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন**

 **-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ হাসিনা সব প্রতিবন্ধকতা উপড়ে ফেলে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তিনি বলেন, বারবার মৃত্যু উপত্যকা থেকে ফিরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বিচলিত হননি, বরং আরো দৃপ্ত পদভারে জনগণের সংগ্রামের কাফেলাকে এগিয়ে নিয়েছেন, দেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে আসীন করেছেন।

গ্রিসে অনুষ্ঠিত নবম আওয়ার ওশান কনফারেন্সে যোগদান শেষে আজ দেশে ফিরে সন্ধ্যায় রাজধানীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর মহাপরিচালক এবং একুশে পদকে ভূষিত সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদ গ্রন্থিত ‘ভুবনজোড়া শেখ হাসিনার আসনখানি’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পিআইবি’র কর্মকর্তাবৃন্দ এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার মতো নেতৃত্ব বর্তমান বিশ্বে বিরল। তিনি শুধু দেশেরই নন, তিনি আজ বিশ্বনেতা। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, শেখ হাসিনা শুধু তারই নন, তার সন্তানদেরও প্রেরণা। ভারতের প্রিয়াঙ্কা গান্ধী শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের প্রেরণা বলে উল্লেখ করেছেন। ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত বলেছেন, আরব বিশ্বে একজন শেখ হাসিনা থাকলে হয়তো গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করা যেতো।

ড. হাছান বলেন, শুধু তাই নয়, যে কোনো বিশ্বসভায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা যোগ দিলে তিনিই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ‘ভুবনজোড়া শেখ হাসিনার আসনখানি’ প্রবন্ধ সংকলন প্রণয়নের জন্য গ্রন্থকার জাফর ওয়াজেদকে ধন্যবাদ জানান।

**মিয়ানমারের ২৮৫ জন সেনা ফেরত যাবে, ফিরবে ১৫০ জন বাংলাদেশি**

এ সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ জানান, বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ২৮৫ জন সদস্যকে মিয়ানমারের জাহাজে নৌপথে ফেরত যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছে। আগামী ২২ এপ্রিল জাহাজযোগে তাদের ফেরত নিতে সম্মত মিয়ানমার এবং আটকে পড়া ১৫০ জন বাংলাদেশিও একই জাহাজে ফেরত আসবে। তবে জাহাজের যাত্রা সমুদ্র ও মিয়ানমারের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

**বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেওয়াই বিএনপির বড় রাজনৈতিক দুর্বলতা**

সাংবাদিকরা বিএনপি আবার বিদেশি দূতাবাসে ধর্ণা দিচ্ছে -এমন প্রশ্ন করলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘যে কোনো কিছুতেই বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেওয়া বিএনপির সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দুর্বলতা। বাংলাদেশে ক্ষমতার উৎস জনগণের কাছে না গিয়ে বিদেশিদের কাছে গেলে বিদেশিরা তো বিএনপিকে কোলে করে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে না। আর আওয়ামী লীগ জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাসী। জনগণই ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। ফলে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য সার্কাসের মতো মনে হয়।’

#

আকরাম/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৮২

**হাওরের ফসলকে ঝুঁকিমুক্ত করতে বহুমুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

সুনামগঞ্জ, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) ː

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ বলেছেন, হাওরের বোরো ধান ঝুঁকিপূর্ণ। বিগত সময়ে দেখেছি, বন্যার কারণে হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষের কিছুই ছিল না। সেজন্য, হাওরের ফসলকে ঝুঁকিমুক্ত করতে বর্তমান সরকার বহুমুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পাকা ধান যাতে দ্রুত কৃষকের ঘরে তোলা যায়, সেজন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকদেরকে ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার প্রদান করে যাচ্ছেন।

 আজ সুনামগঞ্জের সদর উপজেলায় দেখার হাওরে বাহাদুরপুর গ্রামে জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত বোরো ধান কর্তন উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

 কৃষকদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, হাওরে যেহেতু ফসল তলিয়ে যাওয়ার শঙ্কা থাকে, কাজেই আপনারা আগাম ও স্বল্পজীবনকালীন জাতের ধান চাষ করুন। তাছাড়া আমাদের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধান, যেগুলোর উৎপাদন অনেক বেশি, সেগুলো চাষে এগিয়ে আসুন। বন্যা মোকাবিলা করে ফসল উৎপাদন যাতে চালিয়ে যেতে পারি সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

 ধানের দাম নির্ধারণের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ধানের দাম নির্ধারণের জন্য দুদিন পর আমাদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। কৃষক যাতে ন্যায্যমূল্য পান সেদিকে খেয়াল রাখব। আমরা চাই কৃষকেরা যাতে ধান চাষে উৎসাহিত হন, সেভাবেই ধানের দাম নির্ধারণ করা হবে।

 মন্ত্রী বলেন, প্রকৃত কৃষকেরাই যেন সঠিক দামে ধান বিক্রি করতে পারেন, সেদিকে কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধানের দামে যেন মধ্যস্বত্বভোগী কেউ সুবিধা নিতে না পারেন। ধান বিক্রিতে যেন কোনো সিন্ডিকেট তৈরি না হয়, সেজন্য ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যানদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

 অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী এমএ মান্নান, সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাদিক, সংসদ সদস্য রনজিত চন্দ্র সরকার, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মলয় চৌধুরী, বিএডিসির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর, পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, জেলা প্রশাসক রাশেদ ইকবাল চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

 সুনামগঞ্জের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জানান, এই মুহূর্তে সুনামগঞ্জে এক হাজারের বেশি কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটা চলছে। এর মধ্যে সুনামগঞ্জের ৮৫৫ হারভেস্টার ও অন্য জেলা থেকে নিয়ে আসা ২০০ হারভেস্টার রয়েছে। এছাড়া এবছর ব্রি ২৮, ব্রি২৯ ধানের চাষ অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়েছে।

 এর আগে মন্ত্রী কৃষকদের মধ্যে কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণ করেন।

#

কামরুল/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৮১

**টোকিও ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড-এ অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশ**

টোকিও, ১৯ এপ্রিলː

 বাংলাদেশ টোকিও বিগ সাইটে ১৭-১৯ এপ্রিল তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড টোকিওতে অংশগ্রহণ করেছে। ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড জাপানের ফ্যাশন শিল্পের জন্য সবচেয়ে বড়ো ট্রেড শো। এ বছর সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ৮০০টি পোশাক, ব্যাগ, জুতা, টেক্সটাইল, চামড়া ও ফ্যাশন আনুষঙ্গিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে টোকিও ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড-এঅংশ নিচ্ছে।

 বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) বাজার উন্নয়ন উদ্যোগের আওতায় বাংলাদেশের পোশাক ও চামড়া শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ১২টি স্বনামধন্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এবার মেলায় অংশগ্রহণ করে। জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ ১৭ এপ্রিল মেলার প্রথম দিনে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করেন।

 বাংলাদেশ দূতাবাস একই দিনে টোকিও বিগ সাইটে ‘মেড ইন বাংলাদেশ টেক্সটাইল, চামড়া ও পাটজাত পণ্য’ শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি পরিমাণে মানসম্পন্ন পণ্য আমদানির জন্য জাপানি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান।

 জাপান টেক্সটাইল প্রোডাক্টস কোয়ালিটি এন্ড টেকনোলজি সেন্টারের পরিচালক ও জেনারেল ম্যানেজার কেই ফুনাকি বাংলাদেশে তাদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার ওপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (বাণিজ্য) ড. আরিফুল হক বাংলাদেশে জাপানি ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসার সম্ভাবনা এবং দূতাবাসে প্রদত্ত সেবার কথা উল্লেখ করেন। সেমিনারটি জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) এবং ইউনিডো আইটিপিও টোকিওর সহায়তায় আয়োজন করা হয়।

 এছাড়া ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় বাংলাদেশ দূতাবাস দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে একটি মতবিনিময় সভা ও নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের আয়োজন করে।

 উল্লেখ্য, জাপান বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বাজার। ২০২২-২৩ সালে জাপানে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ১ দশমিক ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। মেলায়  অংশগ্রহণকারীরা আশা প্রকাশ করেন ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড টোকিওতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ জাপানের বাজারের বিদ্যমান হিস্যা ধরে রাখতে এবং রপ্তানি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

#

ইমরানুল/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৭৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৮০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল)ː

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৪ দশমকি ১২ শতাংশ। এ সময় ৩৮৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৭ হাজার ২৯৪ জন।

#

দাউদ/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৭৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৭৯

**নীলফামারীতে ৩ হাজার ১৭০ জন চাষির মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ**

রংপুর, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল)ː

 নীলফামারীর ডোমার ও সৈয়দপুর উপজেলায় ৩ হাজার ১৭০ জন চাষির মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ই এপ্রিল) ডোমার উপজেলা পরিষদ হলরুমে ২ হাজার ৮৫০ জন পাট চাষির মাঝে ৬ কেজি করে ইউরিয়া এবং ৩ কেজি করে টিএসপি ও এমওপি সার প্রদান করা হয়। ‘উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এসব সার বিতরণ করা হয়। সার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডোমার উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজমুল আলম।

  এছাড়া কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় নীলফামারীর সৈয়দপুরে ৩২০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। নীলফামারী-৪ আসনের সংসদ সদস্য সিদ্দিকুল আলম বৃহস্পতিবার (১৮ই এপ্রিল) সৈয়দপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ কার্যক্রমের আওতায় ১২০ জন কৃষকের মাঝে ১ কেজি করে পেঁয়াজ বীজ ও ৪০ কেজি করে সার এবং ২০০ জন কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি আউশ ধানের বীজ, ২০ কেজি সার ও বালাইনাশক ঔষধ ক্রয়ের জন্য ২০০ টাকা প্রদান করা হয়।

#

মামুন/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৬৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৭৮

**জাতীয় পতাকার অন্যতম নকশাকার শিব নারায়ণ দাশের মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) :

জাতীয় পতাকার অন্যতম নকশাকার শিব নারায়ণ দাশের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নাহিদ ইজাহার খান।

প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত শিব নারায়ণ দাশের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেছেন, বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত পতাকা দিয়েই হয়েছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। যার অন্যতম নকশাকার ছিলেন শিব নারায়ণ দাশ। তিনি তার কর্মের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার মৃত্যুতে জাতি একজন আদর্শবান দেশপ্রেমিককে হারালো।

উল্লেখ্য , শিব নারায়ণ দাশ আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি স্ত্রী ও ১ ছেলেসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

#

হাবীব/সায়েম/মোশারফ/আব্বাস/২০২৪/১৬৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৭৭

**স্বচ্ছতা ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে সরকারি অনুদানের চলচ্চিত্র বাছাই করা হবে**

 **-তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল)ː

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত গতকাল সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে সরকারি অনুদানের চলচ্চিত্র বাছাই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ লক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের স্ক্রিপ্ট বাছাই কমিটির সামনে প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রগুলো নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা শুরু হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদনকৃত মোট ১৯৫ টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ৪৫ টি চলচ্চিত্রের পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা হচ্ছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছতা ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে সরকারি অনুদানের চলচ্চিত্র বাছাই করা হবে। সরকারি অনুদানে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকার আরো পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে চায়। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়ায় যাতে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়, সে ব্যাপারেও সরকার সচেষ্ট। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যাতে অনুদানের জন্য বাছাই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারেন, সরকার সেটিও নিশ্চিত করতে চায়।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বাছাই কমিটির সদস্যগণ আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত বিভিন্ন মানদন্ডের ওপর ভিত্তি করে আবেদনকৃত চলচ্চিত্রের প্রস্তাবনার ওপর আলাদা আলাদাভাবে নম্বর প্রদান করছেন। পরবর্তীতে সকল সদস্যদের নম্বরগুলো গড় করে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া আবেদনগুলো অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে। সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে এ ধরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, যুগ্ম সচিব মো. কাউসার আহাম্মদ, উপসচিব মো. সাইফুল ইসলাম, পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের স্ক্রিপ্ট বাছাই কমিটির সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রিফফাত ফেরদৌস, চলচ্চিত্র নির্মাতা মো. মুশফিকুর রহমান গুলজার, অভিনেত্রী ফাল্গুনী হামিদ ও আফসানা মিমি, পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড.আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূঁইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার ও পারফরম্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ও অভিনেত্রী ওয়াহিদা মল্লিক জলি, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা মতিন রহমান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি ও চলচ্চিত্র নির্মাতা কাজী হায়াৎ, চলচ্চিত্র নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরী চলচ্চিত্রের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত)–এর ভিত্তিতে সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়।

#

ইফতেখার/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৭৬

টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

‘আগামীকাল ঢাকায় আর্মি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।’

#

তুহিন/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/শামীম/২০২৪/১৫০৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৭৫

**দ্রুততার সাথে ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্পের কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য**

**ভূমিমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল)ː

রাজধানীর ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্প (বিআরপি)-এর কাজ দ্রুততার সাথে পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দের সাথে আলোচনা করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। গতকাল সচিবালয়ে ভূমিমন্ত্রীর দপ্তরে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ভূমিমন্ত্রী বিআরপি প্রকল্পের কাজ পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে তথ্য প্রতিমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, গত ৬ এপ্রিল নিজ নির্বাচনি এলাকা ভাষানটেক পরিদর্শন করে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন না করে উচ্ছেদ করা হবে না বলে জানিয়েছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী। এ দিন বস্তিবাসীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, ‘নির্বাচনের সময় আমি ভাষানটেক বিআরপি প্রকল্প নিয়ে আপনাদের কথা দিয়েছিলাম সকল বস্তিবাসীকে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হবে। সেই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ভাষানটেক বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনে কথা বলেছি। প্রধানমন্ত্রী দ্রুত বিআরপি প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন।’

#

ইফতেখার/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ː ৪২৭৪

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু করেছেন**

 **- অর্থমন্ত্রী**

ওয়াশিংটন (যুক্তরাষ্ট্র), ১৯ এপ্রিলː

অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু করেছেন।

অর্থমন্ত্রী গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংক গ্রুপের স্প্রিংমিটিংয়ে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিতে তিনি এখন ওয়াশিংটনে অবস্থান করছেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে দেশ সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং জাতিকে এর অভীষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দেশে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান এবং তারা দেশের চলমান উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করার জন্য ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

মাহমুদ আলী ১৯৭১ সালে নিউইয়র্কে তাঁর কূটনৈতিক জীবনের স্মৃতিচারণা করে বলেন, তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত প্রথম কূটনীতিক যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এবং অর্থমন্ত্রী মাহমুদ আলীর বর্ণাঢ্য কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্মজীবন সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

এর আগে অর্থমন্ত্রী দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

#

সাজ্জাদ/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৩১৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৭৩

**বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা**, ৬ বৈশাখ **(১৯** এপ্রিল**):**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২০ এপ্রিল ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ এবং ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ এবং ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ এর অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফুটবল খেলতে বেশি ভালবাসতেন। তিনি ছাত্রজীবনে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের হয়ে নিয়মিত খেলতেন। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন। তিনি ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ, খাদ্য সামগ্রী এবং পোশাক প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করছে। আমরা ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫ হাজার ৬১৬ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করেছি। প্রধান শিক্ষকের পদ ২য় শ্রেণিতে এবং সহকারী শিক্ষকের বেতন স্কেল উন্নীত করেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীর মাঝে মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টে সরাসরি উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করছি। তাছাড়া, স্কুল ফিডিং, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করার পাশাপাশি আরো অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আমাদের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে প্রায় শতভাগ শিশু ভর্তির হার অর্জিত হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন সাধিত হয়েছে। শিশুদের খেলাধুলায় আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে আন্তঃবিদ্যালয় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি।

আমরা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। পুরুষদের পাশাপাশি আমাদের নারীরাও ক্রীড়াক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ‘সাফ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২’-এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনন্য গৌরব অর্জন করেছে। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে সেই ফুটবল টিমের ৫ জন খেলোয়াড় উঠে এসেছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্টের মাধ্যমে।

বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় অংশগ্রহণ শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ এবং ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করি, সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের সমন্বয়ে বেড়ে ওঠা আমাদের নতুন প্রজন্ম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা - এর মহৎ আদর্শে বলীয়ান হয়ে দেশ ও জাতি গঠনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবে। ২০৪১ সালের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন, আধুনিক এবং স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

আমি ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ এবং ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ টুর্নামেন্ট দুইটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/রবি/জুলফিকার/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৩০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২৭২

**বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৬ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২০ এপ্রিল ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ ও ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ ও ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আয়োজক, অংশগ্রহণকারী, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বঙ্গবন্ধু শিশুদের ভালোবাসতেন, শিশুদের সাথে মিশে যেতেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর নানাবিধ আয়োজন করতে হবে। শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশে খেলাধুলার বিকল্প নেই। খেলাধুলা শিশুদের শরীর ও মনকে সুস্থ-সুন্দরভাবে গড়ে তোলে। শিশুদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং দায়িত্ববোধ সৃষ্টিতেও খেলাধুলা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট বাংলাদেশে ক্ষুদে ফুটবলার তৈরির পাশাপাশি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশেও অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা জাতির পিতা এবং বঙ্গমাতার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে এবং তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণ-বঞ্চনামুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন পূরণে দেশের তরুণ প্রজন্ম কার্যকর অবদান রাখবে- এ প্রত্যাশা করি। আমি এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ক্ষুদে খেলোয়াড়দের উত্তরোত্তর সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

আমি ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ ও ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৪৫৩ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ